ত্রিপুরাইনফো-র ১৮ তে পদার্পন

মিডিয়াতে খারাপ কাজের নিন্দা করার লোকের অভাব নেই, কিন্তু আবার ভালো কাজেরও প্রশংসা করার লোক খুবই কম দেখা যায় - তাই শুরু থেকেই আমরা ভালো কাজের প্রশংসার পাশাপাশি নানা দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা ত্রিপুরার নেগেটিভ সাইড গুলির বদলে পজিটিভ সাইড গুলিকেই বিশ্ববাসীর কাছে বেশী করে তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছি।

গত ১৭ বছর ধরেই একাজে আমরা দেশ-বিদেশ এবং রাজ্যবাসীর কাছ থেকে ব্যপক সাড়া পাচ্ছি। ভবিষ্যতেও আমরা একই রকম ভাবে ত্রিপুরাকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার একই কাজ চালিয়ে যেতে চাই। এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং একাজে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

-জয়ন্ত দেবনাথ

নানা কাজে যখনই রাজ্যের বাইরে যেতাম এবং ট্রেনে বাসে কিংবা প্লেইনে বসে পরিচিত বা অপরিচিত যার সঙ্গেই কথা হতো তাদের প্রায় অধিকাংশরই একটাই প্রশ্ন ছিল - 'ত্রিপুরা?' এটা আবার কোথায়? আসামে না অন্ধ্রে? প্রথম প্রথম এসব মানুষদের সাধারণ জ্ঞান খুব একটা নেই মনে করে মনকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। এটা ৮০-এর দশকের শেষ দিকের কথা। পরবর্তী কালে ৯০-এর দশকের শুরুতে যখন রাজ্যের বাইরে অপরিচিত লোকজনদের সঙ্গে নানা কারণে কথা বার্তা হতো তখন আবার অনেকেই জিজ্ঞেস করতেন ত্রিপুরায় কি উগ্রপন্থী ছাড়া আর কিছুই নেই?

১৯৮৯ সাল। তখন আমি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সবে ঢুকেছি। প্রথম কিছুদিন প্রুফ-রিডার-এর কাজ করেছি। ১৯৯০ এর শুরুতে তারপর নিউজ ডেস্কে আসি। কংগ্রেস -টি ইউ জে এস-এর জোট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায়। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও সন্ত্রাসবাদীদের হামলা লুটপাট অপহরণ লেগেই থাকতো। কি কারণে জানিনা। দৈনিক সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক শুরু থেকেই এসব দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনা কভার করতেই আমাকে বেশি করে পাঠাতেন। আর এসব সন্ত্রাসী কাজ কর্মের ঘটনা কভার করতে গ্রাম পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে আমার সব সময়ই একটি কথা মনে হতো -আমরা কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি? স্বাধীন ত্রিপুরার এসব শ্লোগান দিয়ে যারা দিনরাত শুধু মানুষ খুন, অপহরণ করে যাচ্ছে তার শেষ কোথায়? একটা রাজ্যের গোটা একটা প্রজন্ম জন্মের পর থেকেই শুধু উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী কাজ কর্ম দেখে আসছেন। এভাবে বহিঃরাজ্যের মানুষের কাছে এরাজ্যের পরিচয় হয়ে গেলো একটা সন্ত্রাসী রাজ্যের। যেন এরাজ্যের সব মানুষই এদেশ থেকে আলাদা। উগ্রবাদী কার্যকলাপ ছাড়া এরাজ্যে ভালো কাজ কিছুই হয় না।

যদিও এনিয়ে ভাবনা চিন্তা করার জন্য আমি নিছকই একটা ছোট্ট মানুষ তাও প্রায়শই মনে মনে ভাবতাম তার থেকে বেরোনোর রাস্তা কোথায়। এনিয়ে দৈনিক সংবাদের হয়ে খবর কভার করতে করতে, পাশাপাশি সংগঠিত এসব সন্ত্রাসী ঘটনার উৎস খোঁজার চেষ্টা শুরু করলাম। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল টানা দশ বছর ধরে রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের শুলক সন্ধানের পাশাপাশি ঘটমান এসব সন্ত্রাসী কাজকর্মের ইতি বৃত্তান্ত নিয়ে ২০০০ সালে 'সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা' নাম দিয়ে একটি গবেষণা ধর্মী বই লিখে ফেললাম। কলকাতা বই মেলায় দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। বইটির প্রকাশক ছিল দৈনিক সংবাদ পত্রিকা কর্তৃপক্ষ। কলকাতা বইমেলায় 'সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা'-বেশ সাড়া ফেলে। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর মেলা প্রাঙ্গনে সেখানকার একাধিক প্রিন্ট ও টিভি মিডিয়ার লোকজনও আমাকে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিষয়ে এমন সব প্রশ্ন করলেন যার থেকে বার বারই মনে হচ্ছিল- ত্রিপুরার মানুষ এবং তার ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে পাশের বাঙালি প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরই যখন জ্ঞানের পরিধির এমন বেহাল অবস্থা তখন দিল্লী মুম্বাইয়ের মানুষের তরফে ত্রিপুরাকে অন্ধ্রের 'ত্রিপুর' কিংবা আসামের একটি জেলা কিংবা বাংলাদেশের কোনো এলাকা ভাবাটা স্বাভাবিক। হবে নাই বা কেন, স্থানীয় মিডিয়াতো বটেই, বহিঃরাজ্যের মিডিয়াতেও তখন শুধু রাজ্যের এসব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কে নেগেটিভ প্রচারটাই বেশি হতো। রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্যের ভালো কিছুর পজিটিভ প্রচার করার খুব একটা বড় রকম উদ্যোগ কখনই ছিল না।

তাই ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিষয়ে গবেষণা ধর্মী বই 'সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা' লেখার কাজের পাসাপাশি ১৯৯৮ সাল থেকেই মনে মনে একটা অন্য চিন্তা মাথায় এলো কিভাবে ত্রিপুরাটাকে বহিঃরাজ্য বা বহিঃবিশ্বে একটু তুলে ধরা যায়। দেশ জুড়ে তখন তেহেলকা ডট কম নিয়ে প্রচন্ড মাতামাতি চলছে। কিন্তু এরাজ্যে তখন সেভাবে ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের প্রচলন হয় নি। সরকারি স্তরে কিছু কিছু দপ্তরে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হলেও ওয়েবসাইটের ব্যাপারে আইডিয়া খুব কম লোকেরই ছিল। গোটা আগরতলা শহরে মাত্র একটিই সাইবার কাফে ছিল। ওয়েবসাইট বানানোর মতো দক্ষ তথ্য প্রযুক্তির লোকও কম ছিল। মনে মনে ভাবতে থাকলাম কি করা যায়। এক বন্ধু খবর দিলেন কলকাতায় তার জানা শোনা একটি কোম্পানি আছে যারা ওয়েবসাইট তৈরী করে দেয়। কিন্তু কত টাকা নেবেন ইত্যাদি ব্যাপারে তার কোনো আইডিয়া নেই। কিন্তু মনে মনে প্রচন্ড ইচ্ছা একটা ওয়েবসাইট খোলবো। রাজ্যটাকে বহিঃরাজ্যের মানুষের কাছে তুলে ধরতে ওয়েবসাইটের মতো কোনো মাধ্যমই আগামী দিনে একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে। তাই একদিন হঠাৎ করে একাই কলকাতা পাড়ি দেই। এবং কলকাতার সেই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তথ্য ডট কম নামে ওয়েবসাইট তৈরির কোম্পানিতে গিয়ে হাজির হই। গিয়ে দেখি সেই কোম্পানিতে এরাজ্যেরই দুই যুবক কর্মরত। এবং তারাই মূলত ওই কোম্পানির হয়ে ওয়েবসাইট তৈরীর মূল কারিগর। এর মধ্যে একজন আবার বর্তমানে আমার সহধর্মিনীর ছোট ভাই সৌগত ভট্টাচার্য। অন্যজনের নাম সুনির্মল সেন। বাড়ি রাজধানী আগরতলাতেই । তাদের মাধ্যমে কথা বার্তা বলি কোম্পানির ডিরেক্টর শ্রী ইন্দ্রনীল ব্যানার্জীর সঙ্গে। কিন্তু যে সব প্রটোকল ও টাকা পয়সার কথা বললেন অনেকটা নিরাশ হয়েই সেখান থেকে ফিরে আসতে হলো।

কিন্তু মনের মধ্যে প্রতি নিয়তই একই চিন্তা। কাকে দিয়ে কিভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরী করা যায়। হঠাৎ করে একদিন খবর পেলাম বাধারঘাটের কাছে একটা ছেলে রয়েছে নাম সিদ্ধার্থ। সাথে সাথে মোটর সাইকেল নিয়ে খোঁজতে বের হয়ে গেলাম। কিন্তু পেলামনা। এভাবে অনেকদিন চলে গেলো। একদিন খবর পেলাম রবীন্দ্র ভবনের পাশে একটি সাইবার ক্যাফেতে বিপ্লব চৌধুরী নামে একটি ছেলে রয়েছে।সে মোটামুটি 'ওয়েব সাইট' তৈরীর কাজে পারদর্শী। কাল বিলম্ব না করে সেই সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে হাজির হই। 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'-গিয়ে বিপ্লবকে পেয়েও গেলাম। .....বাস আর দেরী নয়। মোটামুটি সব কথা বার্তা পাকা করে সিদ্ধান্ত হলো- www.tripurainfo.com হবে আমাদের ওয়েবসাইটের এড্রেস। রেজিস্ট্রেশনও করে নিলাম অনলাইনে। ধীরে ধীরে শুরু করলাম কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের কাজ।এর আগে সন্ত্রাস ক্লান্ত ত্রিপুরা ছাড়াও ত্রিপুরার উপর জেনারেল নলেজ, কারেন্ট এফেয়ার্স ইত্যাদি নিয়েও আমি একটি বই প্রকাশ করেছিলাম। এসব বই-এ প্রকাশিত তথ্যাবলী ইত্যাদি কম্পাইল করে এনে দিলাম ওয়েবমাস্টারকে। কদিন বাদে সব ঘটনা জানালাম আমার বন্ধু সিনিয়র সাংবাদিক মানস পাল ও টেলিগ্রাফ পত্রিকার বর্ষীয়ান সাংবাদিক শ্রী শেখর দত্তকে। দুজনকেই গোটা পরিকল্পনার কথা খোলে বললাম। শেখরদা ও মানস এক কথাতেই সব রকমের সাহায্যে রাজী হয়ে গেলেন।

প্রথম দিকে আমাদের ওয়েবসাইটে খুব বেশী তথ্যাবলী ছিলনা। তিন চারটি ওয়েব পেজ আর ছিল ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড় সবুজ বনানী সহ বেশ কিছু পর্যটন স্থলের ছবি। 'ত্রিপুরাইনফো ডটকম' নাম দিয়ে সার্চ করলে লাল ও সাদা কালারের ওয়েব পেইজ-এ ত্রিপুরার উপর যখন এসব ছবি ইন্টারনেটে ভেসে উঠতো তখন মনটা আনন্দে ভরে যেতো। বহিঃ রাজ্যের যতজন জানা চেনা লোক ছিল একে একে টেলিফোন করে সবাইকে ত্রিপুরাইনফো ডটকম নামে ত্রিপুরা থেকে বেসরকারি পর্যায়ে চালু প্রথম ওয়েবসাইট দেখার বার্তা পৌঁছে দিতে থাকলাম। পাশাপাশি রাজ্যের সরকারী অফিসার, বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ ও সিনিয়র সাংবাদিকদের এই আনন্দ সংবাদটি দিতে শুরু করলাম। সবাই আনন্দ ভরে এই উদ্যোগের সাধুবাদ জানালেন। যে যার সাধ্যমতো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শিলচরবাসী অনিরুদ্ধ লস্কর তখন আগরতলায় আজতক টি ভি র সাংবাদিক। ক'দিন বাদে সেও আমাদের টিমে জয়েন করলো। ক'দিন বাদে ফটোগ্রাফার হিসাবে সুমন দেবরায় - এর পর জয়েন করলো কাজল কৈরী এবং সাংবাদিক হিসাবে জয়েন করলো প্রদীপ মজুমদার। প্রদীপ আবার ত্রিপুরা অবজারভারেও কাজ করতো। রবীন্দ্র ভবনের পশে একটি সাইবার ক্যাফে থেকেই কাজকর্ম চললো। কিন্তু এভাবে সাইবার ক্যাফে থেকে ওয়েবসাইট প্রতিদিন আপডেট করা কতটা সম্ভব। তার মধ্যে টাকা একটা অন্যতম ফেক্টর। ওয়েবসাইট তখন দেখেনই বা কতজন যে সরকারী বা বেসরকারী স্তরে কাউকে গিয়ে বলবো যে বিজ্ঞাপন দিন। দৈনিক সংবাদে বেতন হিসাবে যে টাকা পেতাম তার প্রায় পুরোটাই চলে যেতো ওয়েবসাইট চালাতে। কিন্তু পিছে তাকানোর কোনও সুযোগ নেয়। তাই কলকাতা থেকে ওয়েবমাস্টার সুনির্মল সেনকে নিয়ে এলাম। অনেকে নানান ভাবে সাহায্য করলেন । এভাবে দ্বিতীয় বছর চলে এলো। ২০০১ সালের ২৬শে

মে শুভারম্ভের পরের বছর ২০০২ সালে রাজধানী শহরের প্রতিটি বড় ক্লাব ও পূজো উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করলাম আপনাদের পূজোর প্রতিমা ও প্যান্ডেলের ছবি তোলে আমরা ত্রিপুরাইনফো ওয়েবসাইটে দেবো। তাহলে বহিঃ রাজ্যের মানুষও আপনাদের পূজো বিদেশে বসে দেখতে পারবেন। অবিশ্বাস্য রকমভাবে প্রায় এক ডজনের বেশি ক্লাব কর্তৃপক্ষ রাজী হয়ে গেলেন। আমার বন্ধুবর চিত্র সাংবাদিক সুমন দেবরায়-কে সঙ্গে নিয়ে পূজো শুরুর আগের দিনই রাজধানীর সমস্ত দুর্গাপূজোর প্যান্ডেল, প্রতিমার ছবি তোলে এনে ওয়েব সাইটে আপলোড করলাম। প্রথম বছর এভাবে যে টাকা পেলাম এদিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমের খরচ উঠে গেল। এবং ওয়েবসাইট চালুর পর এটাই ছিল আমাদের প্রথম উপার্জন। আগরতলার দুর্গাপূজো পরিক্রমা ওয়েবসাইটে দেখে বহিঃরাজ্য থেকে কম করেও শতাধিক মানুষ এই উদ্যোগের প্রশংসা করে ই-মেল পাঠানোর সাথে সাথে অনেকেই যেকোন রকম সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির কথা লিখলেন। অনেকে বুদ্ধি পরামর্শও পাঠালেন কিভাবে কি করলে অর্থের যোগান আসতে পারে।

এভাবে পাঁচ বছর চলার পর ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন ঠিক হলো- আমরা আমাদের অর্থাৎ ত্রিপুরাইনফো-র পঞ্চম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি ক্যুইজ অনুষ্ঠান করবো। শ্যামলীবাজারের স্কুল অব সায়েন্স এর অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য হলেন ক্যুইজ মাস্টার। ক্যুইজ অনুষ্ঠানের সাফল্য প্রথম বছরই এমন পর্যায়ে চলে গেল যে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে এসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার অনুষ্ঠান মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে এই অনুষ্ঠানটিকে প্রতি বছর করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার অনুরোধ করলেন। ত্রিপুরাইনফো-র মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে শেখরদা মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে এধরনের ক্যুইজ অনুষ্ঠান এখন থেকে প্রতি বছরই করার চেষ্টা হবে বলে মাইকে ঘোষণা করে দিলেন। তাঁর পর থেকে প্রতি বছরই আগরতলা শহরে ত্রিপুরাইনফো গত ১২ বছর ধরে ক্যুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। যাকে আজ সবাই "ইনফো ক্যুইজ" হিসাবেই জানেন। শুধু তাই নয়, ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরাইনফো-র মেগা ক্যুইজ এক্ষণে রাজধানী আগরতলা শহরের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিনত হয়ে গেছে। পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও ক্যুইজের মতো মেধা বিকাশের অনুষ্ঠান আজ বেশ জনপ্রিয় । এরাজ্যের প্রতিটি নগর শহরে ক্যুইজ আজ মেধা বিকাশের একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ শুরু থেকেই রাজ্যে মেধা ও প্রগতির প্রসারে ত্রিপুরার শিক্ষা সংস্কৃতি, তার ইতিহাস ঐতিহ্য এবং পিছিয়ে থাকা এরাজ্যের মানুষের ভালো কাজের প্রচার প্রসারই আমাদের মূল মন্ত্র ছিল। আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল- যেভাবেই হোক এরাজ্যের ব্যাপারে বহিঃরাজ্য ও বহিঃবিশ্বের মানুষের মধ্যে একটা ভালো ধারণা তৈরী করা। যা আজও অব্যাহত আছে। এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ওয়েব সাইটে প্রচার কিভাবে কাজে আসতে পারে এই প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা বিষয় বলতে চাই- ত্রিপুরার টু-পটেটো সিড সংক্ষেপে যাকে বলা হয় TPS এক সময় এ রাজ্যে প্রচুর পরিমানে উৎপাদন হতো। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে এরাজ্যের কৃষি বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত TPS কে বহিঃবিশ্বে তো দূরের কথা বহিঃরাজ্যে পর্যন্ত সেভাবে মার্কেটিং করা হয়নি। আমার এখনো মনে আছে তৎকালীন কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ড: পি কে পাল একদিন TPS সম্পর্কে একটি লেখা ওয়েবসাইটে আপলোড করতে আমাকে পাঠান। আমরাও তিন চার পৃষ্ঠায় আলোকচিত্র সহ লেখাটি ত্রিপুরাইনফো ডটকম

ওয়েবসাইটে আপলোড করি। আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষ্য করি তিন চারদিনের মধ্যেই বেশ কিছু ই-মেল আমাদের কাছে এলো। অনেকেই TPS চাষপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে চাইলো। এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া থেকে একটি ই-মেল-এ জানতে চাওয়া হলো TPS এর মজুত কতটা রয়েছে এবং কি দামে কতদিনের মধ্যে কত পরিমানে এই বীজ পাঠানো যাবে। ইমেলটি প্রিন্ট করে আমি দপ্তরে পাঠিয়ে দেই। পরে অবশ্য জানতে পারি কিছু বীজ নাকি ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। একই রকম ভাবে ত্রিপুরার বাঁশ বেতের সামগ্রী পর্যটন সম্ভাবনা , রাবার, আনারস, চা সম্পর্কেও তখন প্রায়শই বিস্তৃত জানতে চেয়ে আমাদের কাছে প্রচুর ইমেল আসতো। আমরা অবশ্য এসব ই-মেল গুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। এখনও তাই করি।

প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় আজ এখানে না উল্লেখ করে পারছিনা আর সেটি হলো- ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল (রেজাল্ট) ওয়েব সাইটে প্রদান। যাতে রাজ্যের বাইরে থেকেও যে কেউ পর্ষদ এর ফলাফল জানতে পারে। ইতিমধ্যেই সিবিএসই, আইসিএসসি-সহ জাতীয় স্তরে অধিকাংশ জয়েন্ট-এন্ট্রান্সের ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রদান শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ২০০২ সাল থেকে আমরা এনিয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করি। কিন্তু পর্ষদ কর্তৃপক্ষ ফলাফল বিনে পয়সাতেও ওয়েবসাইটে দিতে কোনওভাবেই রাজি হচ্ছিল না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ২০১০ সালে গিয়ে রাজী করানো গেলো। এবং ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রেজাল্ট আজকাল ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে বসেই দেখতে পারছে। শুধু তাই নয়, একই রকমভাবে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে তৎকালীন ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্টও অনলাইনে আপলোড করার কাজটি আমরাই প্রথম শুরু করি। পরে তাদের ওয়েবসাইটও আমরা তৈরি করে দেই। তার পর আবশ্য ধীরে ধীরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর গুলিও নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল চালু করতে শুরু করে।

আজকের তারিখে এটা অনস্বীকার্য যে অখ্যাত এরাজ্যটি সম্পর্কে বহিঃরাজ্যের মানুষের মধ্যে ত্রিপুরার ইতিহাস ঐতিহ্য সহ এরাজ্যের মানুষের ভালো কাজের প্রচার প্রসারে ত্রিপুরার প্রথম অনলাইন মিডিয়া হিসাবে ত্রিপুরাইনফো ডটকম প্রথম থেকেই সচেষ্ট এবং অনেকটাই সফল। আগামী দিনেও আমাদের এই প্রচেষ্টা জারি থাকবে। কেননা, আমরা বিশ্বাস করি যেকোনো মিডিয়াতেই খারাপ কাজের নিন্দা বা সমালোচনার জন্য মানুষের খুব বেশী অভাব নেই। কিন্তু ভালো কাজের প্রশংসার জন্য মিডিয়া সংস্থা গুলিতে খুব কম লোকই পাওয়া যায়। তাই আমরা আমাদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্ষুদ্র ও পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার কাজকেই আগামী দিনে আরও বেশী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।